দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 09 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

পাবলিক ভার্সিটিগুলো থেকে দুর্নীতিবাজ ভিসিদের সরিয়ে দেয়া হচ্ছে

মোশতাক আহমেদ ॥ শীঘ্রই দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ উপাচার্যদের সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে যেসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও উপাচার্যের পদ ভারপ্রাপ্ত কিংবা শূন্য রয়েছে সেগুলোতে উপাচার্য নিয়োগের জন্য পুনর্গঠিত সার্চ কমিটির আগামী সভায় নাম চূড়ান্ত করা হবে। আগামী দশ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এই সভা।

বিদায়ী জোট সরকারের আমলে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন খাতে চরম দুর্নীতি ও অনিয়মের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। জোট শাসনের পাঁচ বছরে বাইশটি (নতুনগুলো বাদে) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ হাজারেরও বেশি শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষক দেড় সহস্রাধিক এবং সাড়ে তিন সহস্রাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী। সিংহ ভাগই নিয়োগের ক্ষেত্রেই নগ্ন দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি আর লাখ লাখ টাকার খেলা হয়েছে।

অভিযোগ আছে, নিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মওলানা ভাসানী, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, রাজশাহী, সিলেট শাহজালাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীর ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। দুর্নীতির পাশাপাশি এখানে দলীয়করণ চরম আকার ধারণ করে। জোট শাসনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রীতিমতো বিএনপি-জামায়াতের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়। আর এসব দুর্নীতির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াতপন্থী দলীয় উপাচার্যরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। পত্রপত্রিকাতে এ নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি হয়েছে। কারও কারও বিরুদ্ধে আনীত এসব অভিযোগ তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রমাণিতও হয়েছে।

এমনি পরিস্থিতিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী বর্তমান সরকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজ উপাচার্যদের সরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাজ শুরু করে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির বিষয় খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। সরকারের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত করছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু তদন্ত কাজ শেষ হয়েছে। সূত্রমতে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পাশাপাশি সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত উপাচার্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে। চরম দুর্নীতিবাজ হিসেবে অভিযুক্ত টাঙ্গাইল মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ খলিলুর রহমান তদন্তের আগেই কিছুদিন আগে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন। আর বেপরোয়া দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, লুটপাট দলীয়করণসহ শত শত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অপসারণ করা হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত উপাচার্য অধ্যাপক এরশাদুল বারীকে। সরকারের সূত্রগুলো বলেছে, বাকি দুর্নীতিবাজ উপাচার্যদেরও সরিয়ে দেয়া হবে খুব শীঘ্রই। শুধু তাই নয়, দলীয় উপাচার্যদেরও সরানো হতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পদস্থ কর্মকর্তার কাছে বুধবার জনকণ্ঠসহ কয়েকজন সাংবাদিক দুর্নীতিবাজ উপাচার্যদের সরিয়ে দেয়া হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে তিনিও জোর দিয়ে বলেন– দেখেন, শীঘ্রই এ বিষয়ে খবর পাবেন।

এদিকে '৭৩ অধ্যাদেশে পরিচালিত চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বাদে বাকি সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য গঠিত

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

পাবলিক ভার্সিটিগুলো

(১২-এর পাতার পর)

সার্চ কমিটির এক বৈঠক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার। কমিটির প্রধান শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত হয়, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদ শূন্য কিংবা ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সেখানে উপাচার্য নিয়োগ করতে তিন জনের নামের তালিকা আগামী মিটিংয়েই চূড়ান্ত করে সেখান থেকে উপাচার্য নিয়োগের জন্য চ্যান্সেলরের কাছে সুপারিশ করা হবে। সভায় অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ছাড়া বাকি ছয়জনই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সূত্রমতে, এই সভাতেও দুর্নীতিবাজ উপাচার্যদের সরিয়ে দেয়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত সার্চ কমিটির সদস্য সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) এজেডএম শফিকুল আলম বলেছেন, সার্চ কমিটির আগামী মিটিংয়েই যেসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও উপাচার্যের পদ ভারপ্রাপ্ত কিংবা শূন্য রয়েছে সেগুলোতে উপাচার্য নিয়োগ করতে তিনজনের একটি নামের তালিকা চূড়ান্ত করে সেখান থেকে একজনকে উপাচার্য করার সুপারিশ করা হবে। তিনি জানান মেধা, অভিজ্ঞতা, নিরপেক্ষতা, নেতৃত্বের গুণাবলীর ইত্যাদি যোগ্যতার ভিত্তিতে এই নামের তালিকা তৈরি করা হবে। তিনি আরও জানান, বর্তমানে চুয়েটে উপাচার্য পদত্যাগ করায় সেখানে উপাচার্যের পদ শূন্য রয়েছে। তা ছাড়া দিনাজপুর হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুয়েটে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দায়িত্ব পালন করছেন।

সার্চ কমিটির আরেক সদস্য ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, কিভাবে, কাদের উপাচার্য করা হবে তার নীতিমালা তৈরি হচ্ছে। তবে আজকের (বুধবার) বৈঠকে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।